মনন

Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal
Vol. 8th Issue 3rd, July, 2018
UGC Approved Journal No. 40975

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

মনন

Multi-Disciplinary & Peer-Reviewed Journal
Vol. 8th Issue 3rd, July, 2018
UGC Approved Journal No. 40975

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

মনন
গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৭৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৯

উর্বশী ও বাংলা কবিতা

অজয় কুমার দাস ১১

মঙ্গলকাব্যে চিত্রিত খল পুরুষ-চরিত্র

গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪

মনোজ মিত্রের 'অশ্বত্থামা': সমকালীন প্রেক্ষিতে পুনর্মূল্যায়ন

দেবাশীষ দত্ত ৩৫

কালিদাসের রচনায় যোগভাবনা

সুকন্যা সরকার ৪৬

লোধা বৃত্তান্ত ও মহাশ্বেতা

শতরূপা সরকার ৫২

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য : অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত

দীপঙ্কর পাত্র ৬১

বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেম ভাবনা

মো. এনামুল হক ৬৫

গোপীচন্দ্রের গান : অলৌকিকতার সন্ধানে

সুদীপ্ত চৌধুরী ৭৪

মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় : আত্মকথার কাব্যকথা

নাজিমুল হক ৮৫

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী পুরাণকথা ও লোককথা

বিদিশা সিন্‌হা ১০৪

মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের প্রতীক পুরুষ : বাংলা উপন্যাসে সমরেশ বসু

মল্লিকা রায় ১০৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের অবস্থান

প্রিয়াঙ্কা দাশ ১২১

গোপীচন্দ্রের গান : অলৌকিকতার সন্ধানে

মৃদীপ্ত চৌধুরী*

ভারতবর্ষের প্রাচীন লৌকিক ধর্ম-সাধনাসমূহের মধ্যে অন্যতম 'নাথধর্ম'। যদিও এর সঠিক উদ্ভবকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে দ্বিমত রয়েছে, তবুও তার পূর্ণ বিকাশের কাল যে দশম-দ্বাদশ শতাব্দী সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একরকম একমত। নাথ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উপাস্য উমানাথ শঙ্কর। সাধকদের দীক্ষান্তে 'নাথ' উপাধি প্রদান করা হয়। বস্তুত এই 'নাথ' শব্দটির নিহিত পারিভাষিকতাই এই ধর্মের আচার সর্বস্বতাকে মুক্ত করে তোলে। মানবদেহ পরিচালিত হয় যে দশটি ইন্দ্রিয় দ্বারা (যথা: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক নিয়ে গঠিত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাক পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নিয়ে গঠিত পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়) তাদের নাথ হয়ে ওঠা অর্থাৎ তাদের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করাই এই ধর্মের মূল সাধন-লক্ষ্য। আর এই সাধনার পথে মূল হাতিয়ার হল ধ্যান, জপ, মুদ্রা, হঠযোগ ইত্যাদি যোগাচার, যার দ্বারা ত্রিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়- এক্ষেত্রে এমন বিশ্বাসই আসলে ক্রিয়াশীল। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্ম-সাধনার সনাতন ঐতিহ্যে প্রাগার্য যুগের লৌকিক ধর্মীয় চেতনার আদিতম অভিজ্ঞান হল এই যোগসাধনা। আধ্যাত্মিক দিক থেকে যোগ শব্দের আরেক অর্থ হল 'নিগম', যার অর্থ মৃত্যু। আদপে সচেতনভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার বিশেষ কলাবিদ্যাই হল যোগ। তাই সিদ্ধ যোগীরা নিজ মৃত্যু কবে,কখন হবে সে বিষয়ে সচেতন। আর এই সচেতন মৃত্যুর পরই আত্মার হয় সচেতন জন্ম। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় একেই বলে 'আগম'। আর এই আগমমার্গের সাধনাই হল 'তন্ত্র'। এই অর্থে আগম ও নিগম তথা জন্ম ও মৃত্যু অথবা তন্ত্র ও যোগ যেন একই মুদ্রার উভয় পিঠ। সেকারণেই লোকমুখে 'তন্ত্রযোগী' শব্দটির সৃষ্টি। অতএব এই ক্রিয়ামুখ্য সাধনায়, সাধনার ভিত্তি 'দেহ' আর নিয়ামক 'মন' ছাড়া আর আর কোনো উপকরণের দরকার পড়ে না। মহেঞ্জোদারোর উৎখননে প্রাপ্ত সীলমোহর উৎকীর্ণ এই রকম ধ্যানরত যোগীমূর্তিটি যেমন এই সাধনার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক তেমনই এই মূর্তিটিকে পশুপতিনাথ শিবের আদিম প্রতিমূর্তিও বলে মনে করা হয়।[১]

অন্যদিকে আবার যোগসাধনা ও নাথধর্ম উভয় ক্ষেত্রেই প্রধান উপাস্য হিসাবে মহাদেবের উপস্থিতি, এদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাকেই প্রমাণ করে। তাই অনেক গবেষকদাই অনুমান করেছেন যে প্রাতঞ্জল মুনি প্রবর্তিত যোগশাস্ত্রেরই এক লৌকিক অবশেষ রূপে এই